রাস-গীতা

রাস-গীতা।

নারদ উবাচ।

শ্রীরাধা মাধবস্যাপি রাধায়াশ্চাপি মাধবঃ।
করোতি পরমানন্দং প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকম্॥ ১॥
রাধা-সুখ সুধাসিন্ধুঃ কৃষ্ণশ্চুম্বতি রাধিকাম্।
শ্যাম-প্রেমময়ী রাধা সদা চুম্বতি মাধবম্॥ ২॥
ত্রিভঙ্গললিতঃ কৃষ্ণো মুরলীং পূরয়েন্মুদা।
চালয়েদ্‌বেণুরন্ধ্রেষু রাধিকা চ করাঙ্গুলীঃ॥ ৩॥
শ্রীনামাকর্ষণং কৃষ্ণং রাধা গায়তি সুন্দরম্।
শব্দব্রহ্মধ্বনিং রাধাং কৃষ্ণো ধারয়তি ধ্রুবম্॥ ৪॥
মুরলী-কল-সঙ্গীতং শ্রুত্বা মুগ্ধা ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
কদম্বমূলমায়াতা যত্রাস্তি মুরলীধরঃ॥ ৫॥
রাধাকান্তো ব্রজস্ত্রীভির্বেষ্টিতো ব্রজমোহনঃ।
শোভতে তারকামধ্যে তারকানায়কো যথা॥ ৬॥

নারদ কহিলেন, শ্রীরাধিকা এবং রাধারমণ উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরমানন্দ বিস্তার করিতেছেন॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সুখ সুধার সিন্ধুস্বরূপ, তিনি রাধিকাকে এবং শ্যামপ্রেমময়ী রাধা মাধবকে নিয়ত চুম্বন করিতেছেন॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণ ললিত ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিতে বিরাজিত, তিনি প্রফুল্ল-মনে মুরলী পূর্ণ করিতেছেন, রাধিকাও প্রেমভরে বেণুরন্ধ্রে করাঙ্গুলী চালন করিতেছেন॥ ৩॥

রাধিকা রাধারমণের মনোহর নাম কীর্ত্তন করিতেছেন. এইরূপ শ্রীকৃষ্ণও শব্দব্রহ্মময়ী রাধাধ্বনি করিতেছেন॥ ৪॥

ব্রজনারীগণ মুরলীর কলসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া,যেখানে মুরলীধারী অবস্থিতি করিতেছেন, সেই কদম্বমূলে উপনীত হইতেছেন॥ ৫॥

যেরূপ তারামধ্যে তারাপতির শোভা, তাহার ন্যায় গোপীমধ্যে গোপীবল্লভের শোভা হইতেছে॥ ৬॥

কিশোরী সুন্দরী রাধা কিশোরঃ শ্যামসুন্দরঃ।
কিশোর্য্যো ব্রজসুন্দর্য্যো বিহরন্তি নিরন্তরম্॥ ৭॥
নিত্যবৃন্দাবনে রাধ্যা রাধাকৃষ্ণশ্চ গোপিকাঃ।
মণ্ডলং পূর্ণরাসস্য লীলয়া সংবিতথ্যতে॥ ৮॥
রাধয়া সহ কৃষ্ণেন ক্রিয়তে রাসমণ্ডলম্।
কল্পিতানেকরূপেণ মায়য়া পরমাত্মনা॥ ৯॥
মাধবরাধয়োর্মধ্যে রাধামাধবয়োরপি।
মাধবো রাধয়া সার্দ্ধং রাজতে রাসমণ্ডলে॥ ১০॥
গোপালবল্লভা গোপ্যো রাধিকায়াঃ কলাত্মিকাঃ।
ক্রীড়ন্তি সহ কৃষ্ণেন রাসমণ্ডল-মণ্ডিতাঃ॥ ১১॥
কৃত্বা চানেকরূপাণি গোপী-মণ্ডল-সংশ্রয়ঃ।
গোবিন্দো রমতে তত্র তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥ ১২॥
প্রেমস্পর্শমণিং কৃষ্ণং শ্লিষ্যন্ত্যো ব্রজ-যোষিতঃ।
ভবন্তি সর্ব্বকালাঢ্যা গোবিন্দ-হৃদয়ঙ্গমাঃ॥ ১৩॥

রাধা সুন্দরী কিশোরী, শ্যামসুন্দরও কিশোরবয়স্ক, কিশোরা ব্রজনারীগণও নিরন্তর বিহারে প্রবৃত্ত হইতেছে॥ ৭॥

শ্রীরাধা নিত্যকাল বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বিহারে রত আছেন, তিনি এইরূপে পূর্ণ রাস-মণ্ডলে লীলায় প্রবৃত্ত হইযাছেন॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত রাসমণ্ডলে কেলি করিতেছেন সেই পরমাত্মা প্রভু মায়ার আশ্রয়ে অনেক মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন॥ ৯॥

এইরূপে রাধা ও মাধব এবং মাধব ও রাধিকা পরস্পরে রাসমণ্ডলে শোভাসম্পাদন করিতেছেন॥ ১০॥

রাধিকার সহচরী তাঁহার অংশরূপিণী গোপীগণ রাসমণ্ডলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন॥ ১১॥

শ্রীগোবিন্দ অনেক রূপ ধারণ করিয়া রাসমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া এক এক গোপীর সহিত এক একটি কৃষ্ণদেহ ধারণ পূর্ব্বক কেলি করিতেছেন॥ ১২॥

ব্রজসুন্দরীগণ প্রেমস্পর্শমণি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সতত হৃদয়বিহারিণী॥ ১৩॥

একৈকগোপিকাপার্শ্বে হরেরেকৈকবিগ্রহঃ।
সুবর্ণ-গুটিকা-যোগে মধ্যে মারকতো যথা ॥ ১৪ ॥
হেম-কল্প-লতা-গোপী-বাহুভিঃ কণ্ঠমালয়া।
তমালশ্যামলঃ কৃষ্ণো ঘূর্ণ্যতে রাসলীলয়া ॥ ১৫ ॥
কিঙ্কিণীনূপুরাদীনাং ভূষণানাঞ্চ ভূষণম্।
কৈশোরং সফলং কুর্ব্বন্ গোপীভিঃ সহ মোদতে ॥ ১৬ ॥
রাধাকৃষ্ণেতি সঙ্গীতং গোপ্যো গায়ন্তি সুস্বরম্।
রাধাকৃষ্ণনরীনার্ত্তহস্তকানুপদক্রমৈঃ ॥ ১৭ ॥
জয় কৃষ্ণ মনোহর যোগধরে, যদুনন্দন নন্দকিশোর হরে।
জয় রাসরসেশ্বরি পূর্ণতমে, বরদে বৃষভানুকিশোরি নমে ॥ ১৮ ॥
জয়তীহ কদম্বতলে মিলিতঃ, কলবেণুসমীরিতগানরতঃ।
সহ রাধিকয়া হরিরেকমতঃ, সততং তরুণীগণ-মধ্যগতঃ ॥ ১৯ ॥
বৃষভানুসুতা পরমা প্রকৃতিঃ, পুরুষো ব্রজরাজ-সুত প্রকৃতিঃ।
মুহুনৃত্যতি গায়তি বাদয়তে, সহ-গোপিকয়া বিপিনে রমতে ॥ ২০ ॥

যেরূপ সুবর্ণ-গুটিকাযোগে মরকতমণি মধ্যে শোভা পায়, সেইরূপ এক একটি গোপীকে পার্শ্বে লইয়া এক এক কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন ॥ ১৪ ॥

গোপী সুবর্ণ-লতার ন্যায় তদীয় বাহু দ্বারা প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার আশ্রয়ে তমাল-তরুর ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ১৫ ॥

তিনি কিঙ্কিণী ও নূপুরাদি অলঙ্কারে অঙ্কুলত হইয়া কিশোর অবস্থাকে সফল করতঃ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

গোপীগণ রাধাকৃষ্ণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক হস্তাদি-সঞ্চালন করত সুমধুর সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ১৭ ॥

তাহারা বলিতে লাগিল, জয় কৃষ্ণ মনোহর যোগধর, জয় যদুনন্দন জয় হরে, জয় নন্দকিশোর, জয় বরদাত্রি বৃষভানুনন্দিনি রাসরসেশ্বরি রাধিকে ॥ ১৮ ॥

হরির জয় হউক, তিনি কদম্বতলে মিলিত হইয়া সুমধুর মুরলীধ্বনি করিতেছেন, তিনি তরুণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাধিকার সহিত সম্মিলিত হইয়া আছেন ॥ ১৯ ॥

রাধিকা বৃষভানুনন্দিনী পরমা প্রকৃতি, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তন্মধ্যে সুশোভিত; তাঁহারা উভয়ে নৃত্য করিতেছেন, গান করিতেছেন ও বেণুবাদন করিতেছেন, গোপীগণ তাহাদের সঙ্গিনী ॥ ২০ ॥

যমুনা-পুলিনে বৃষভানু-সুতা, নবকা-ললিতাদি সখী সাহিতা।
রমতে বিধুনা সহ নৃত্যরতা, গতি-চঞ্চল কুণ্ডল-হারবৃতা ॥ ২১ ॥
স্ফুট-পদ্মমুখী বৃষভানুসুতা, নবনীত-সুকোমল-বাহুলতা।
পরিরভ্য হরিং প্রিয়মাত্মসুখং, পরিচুম্বতি শারদ-চন্দ্রমুখম্ ॥ ২২ ॥
রসিকো ব্রজরাজ-সুতঃ সুরতে, রসিকাং বৃষভানুসুতাং ভজতে।
নবপল্লব কল্পিত-তল্পগতাং, সুকুমার-মনোভব-ভাব রতাম্ ॥ ২৩ ॥
বসুদেব সুতোরসি হেমলতা, স্ফুট-পীন পয়োধর-ভাবযুতা।
শয়নং কুরুতে বৃষভানুসুতা বিপরীত-রতি-শ্রম বিন্দু-যুতা ॥ ২৪ ॥
জগদাদিগুরুং ব্রজরাজসুতং, প্রণমামি সদা বৃষভানুসুতাম্।
নবনীরদ-সুন্দর-নীলতনুং, তড়িদুজ্জ্বলকুণ্ডলিনীং সুতনুম্ ॥ ২৫ ॥
শিখিকণ্ঠ-শিখণ্ডল-সন্মুকুটং, কবরী-পরিবদ্ধ কিরীট-ঘটাম্।
কমলাশ্রিত-খঞ্জন-নেত্রযুগং, মকরাকৃতি কুণ্ডল গণ্ডযুগম্ ২৬।

বৃষভানুসুতা যমুনাপুলিনে শোভা পাইতেছেন ললিতাদি সখীগণ তাঁহার সঙ্গিনী, ঐ রাধিকা সুন্দরী চন্দ্রের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার গতি চঞ্চল, তিনি কুণ্ডল ও হারে সমলঙ্কৃত ॥ ২১ ॥

বৃষভানুনন্দিনী প্রফুল্ল পদ্মতুল্য, তাঁহার বাহুলতা সুকোমল, তিনি শরৎ শশীর ন্যায় আত্মসুখকর শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র সুরতরসে রসিক, তিনি সুরসিকা রাধিকার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ঐ রাধিকা নবপল্লবের ন্যায় শয্যাশায়িনী, তিনি সুকুমার কামভরে আক্রান্ত ॥ ২৩ ॥

বসুদেবনন্দনের বক্ষঃস্থলে হেমলতা রাধা শোভা পাইতেছেন, তাঁহার পয়োধর পীনোন্নত এবং ভাবযুক্ত, রাধিকা বিপরীত রতিশ্রমে খিন্ন হইয়া শয়ন করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

ব্রজেন্দ্রকুমার জগতের আদিগুরু, তদীয় কলেবর নব নীরদ তুল্য নীলবর্ণ, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি, শ্রীরাধিকা তড়িদুজ্জ্বল-কুণ্ডলধারিণী, তিনি সুতনু আমি তাঁহার চরণে অভিবাদন করি ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুকুট শিখিপুচ্ছে বিশোভিত, তাঁহার নেত্রযুগল কমলাশ্রিত খঞ্জনের শোভা ধারণ করিয়াছে, শ্রীরাধার কবরীতে কিরীট সুশোভিত, তদীয় গণ্ডযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডল দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৬ ॥

পরিপূর্ণ-মৃগাঙ্ক সুচারুমুখং, মণিকুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ডযুগাম্।
কনকাঙ্গদ-শোভিতবাহুবরং, মণিকঙ্কণ-শোভিতশঙ্খকরাম্ ॥ ২৭ ॥
মণি-কৌস্তুভ ভূষিত-গারযুতং, কুচকুম্ভবিরাজিতহারলতাম্।
তুলসীদলদাম-সুগন্ধি-তনুং, হরিচন্দন-চর্চ্চিত-গৌরতনুম্ ॥ ২৮ ॥
তনুভূষিতপীতপটী-জড়িতং, রশনান্বিতনীলনিচোল-যুতাম্।
তরসাঞ্জনদিগ্‌গজ-রাজগতিং, কলনূপুর-হংস-বিলাসগতিম্ ॥ ২৯ ॥
রতিনাথ মনোহর-বেশধরং, নিজনাথ-মনোহর-বেশধরাম্।
মণিনির্ম্মিত-পঙ্কজমধ্যগতং, রসরাসমনোহরমধ্যরতাম্ ॥ ৩০ ॥
মুরলীমধুরশ্রুতিরাগপরং, স্বরসপ্তসমন্বিতগানপরাম্।
নবনায়ক-বেশ-কিশোর বয়ো, ব্রজরাজ-সুত সহ রাধিকয়া ॥ ৩১ ॥
ইতরেতরবদ্ধকরভ্রমণং, কুরুতে কুসুমায়ুধ-কেলিবনম্।
অধিকেহি তমাধবরাধিকয়োঃ, কৃতরাসপরস্পরমণ্ডলয়োঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, তদীয় বাহু সুবর্ণ-অঙ্গদে অলঙ্কৃত; শ্রীরাধার গণ্ডযুগল মণিময় কুণ্ডলে পরিশোভিত, তাঁহার হস্তে সুবর্ণ-কঙ্কণ ও শঙ্খ শোভমান ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে মণি, কৌস্তুভ ও হার প্রলম্বিত. তদীয় কলেবর সুগন্ধি তুলসীদামে বিভূষিত, শ্রীরাধিকার কুচকুম্ভে হারলতা বিরাজিত, তাঁহার শরীর হরিচন্দনে চর্চ্চিত ॥ ২৮ ॥

পীতাম্বর পীতবসনে বিভূষিত, তাহার গতি গজরাজতুল্য. শ্রীরাধাসুন্দরী নীলনিচোলে সুশোভিত, তিনি কলহংসের গতিকে পরাস্ত করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বেশ কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী, তিনি মণিময় পদ্মাসনে সমাসীন, শ্রীরাধা আপন প্রণয়ীর স্পৃহণীয় বেশধারিণী, তিনি মনোহর রাস-মণ্ডলে পরিবেষ্টিত ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মধুর মুরলীগানে আসক্তচিত্ত, তাহার বয়স কিশোর এবং তিনি নবনায়করূপে প্রকাশিত. শ্রীরাধা সপ্তস্বরসমন্বিত সঙ্গীতপরায়ণা, তিনি রাধানাথ সহিত বিরাজিত ॥ ৩১ ॥

তাঁহারা উভয়ে করবন্ধন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, তাহারা কন্দর্প-কেলিতে নিমগ্ন এবং পরস্পরে রাসলীলায় সংপ্রবৃত্ত ॥ ৩২ ॥

মণিকঙ্কণ-শিঞ্জিততালবনং, হরতে সনকাদিমুনের্মননম্।
বৃষভানুসুতা ব্রজরাজসুতঃ, কনকপ্রতিমা মণিমারকতঃ॥ ৩৩॥
ভ্রমতীহ যথা-বিধি যন্ত্রগতঃ, সহযোগগতো যমিতান্তরিতঃ।
উভযোরুভয়োরাধয়োর্দয়িতে, পৃথগন্তরিতে বৃষভানুসুতে॥ ৩৪॥
বৃষভানুসুতা-ভুজবদ্ধগলঃ, কুশলী ব্রজরাজসুতঃ সকলঃ।
যদুনন্দনয়োর্ভুজবদ্ধগলা, বৃষভানুসুতা রুচিরা সকলা॥ ৩৫॥
বৃষভানুসুতা ব্রজরাজসুতঃ, ব্রজরাজসুতো বৃষভানুসুতা।
কেলিকদম্বতলে বনমালী, নৃত্যতি চঞ্চল চন্দ্রক-মৌলী॥ ৩৬॥
রাধিকয়া সহ বাসবিলাসী, গোপবধূপ্রিয়-গোকুলবাসী।
ক্রীড়তি রাধিকযা সহ কৃষ্ণঃ, শ্রীমুখচন্দ্রসুধাবসতৃষ্ণঃ॥ ৩৭॥
নর্ত্তকখঞ্জন-লোচনলোলঃ, কুণ্ডলমণ্ডিতচারুকপোলঃ।
কুঞ্জগৃহে কুসুমোত্তমতল্পে, সূর্য্যসুতা-জলবায়ু-সকল্পে॥ ৩৮॥
কেশব আদিরসং প্রতিশেতে, রাধিকয়া সহ চন্দ্রসুশীতে।
রাসরসে সুবিরাজিতরাধা, চন্দনচর্চ্চিতপঙ্কজগন্ধা॥ ৩৯॥

তাঁহাদেব মণি-কঙ্কণ-শিঞ্জনে তালবন প্রতিধ্বনিত, কিন্তু ঐ রবে সনকাদি মুনিগণের মন আকৃষ্ট হইতেছে, বৃষভানুনন্দিনী কনকপ্রতিমাতুল্য, ব্রজবল্লভ মরকত-মণি-সদৃশ॥ ৩৩॥

যথাবিধি যন্ত্রসংযোগে তাঁহারা সঙ্গীতালাপ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারা কখনও একত্রে মিলিত, কখনও বা পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত আছেন॥৩৪

ব্রজরাজসুতা বাহু-পাশে প্রণয়ীর গলদেশ ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ সুন্দরী রাধিকাকে রাধারমণও ধরিয়া আছেন। নদনন্দন সর্ব্বথা কুশলী॥ ৩৫।

চঞ্চলচন্দ্রমৌলি বনমালী ও রাধিকা সুন্দরী কেলিকদম্বতলে নৃত্য করিতেছেন॥ ৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার মুখচন্দ্রপানে পিপাসী হইয়া তাঁহার সহিত কেলি-কৌতুকে প্রবৃত্ত হইতেছেন॥ ৩৭॥

এইরূপে খঞ্জন-গঞ্জন-লোচন কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ কুসুমসমাকীর্ণ কালিন্দী-জলতুল্য নির্ম্মল কুঞ্জমধ্যে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার কপোলদেশ কুণ্ডলে বিমণ্ডিত। ৩৮॥

পদ্মগন্ধা চন্দনচর্চ্চিতা রাধা রাসরসে মগ্নপ্রায় সুধাকরধবলিত শয়নে অনন্তশায়ী হরি আদিরসে লিপ্ত হইতেছেন॥ ৩৯॥

মাধব-সঙ্গমবর্দ্ধিতরঙ্গা, পূর্ণমনোরথমন্মথসঙ্গা।
শোভন-কোমল-দিব্য-শরীরা, কৃষ্ণবপুঃপরিমাণকিশোরা ॥ ৪০ ॥
ভাবময়ী বৃষভানুকিশোরী, কাঞ্চনচম্পককুঙ্কুমগৌরী।
রাধয়োরাধয়োর্মধ্যতো মধ্যতো, মাধবো মাধবো মণ্ডলে ॥ ৪১ ॥
রাধিকা রাধিকা মাধবং চুম্বতি, মাধবো মাধবো রাধিকাং শ্লিষ্যতি।
রাধিকা রাধিকা মাধবং গায়তি,মাধবো রাধিকাং বেণুনা গায়তি ॥৪২॥
কল্পিতে মণ্ডলে রাজতে রাধিকা, মাধব-প্রেম সন্দোহ-সংরাধিকা।
রাধিকাং রাধিকাং চান্তরেণান্তরঃ, মাধবং মাধবং চান্তরেণান্তরা।
মাধবো মাধবো রাধিকা রাধিকা,রাধিকা রাধিকা মাধবো মাধবঃ ॥৪৩॥

বাসাবতারবিস্তারং বংশীবদনসুন্দরং,
রতিকামমদাক্রান্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৪ ॥
ভ্রমন্তং রাসচক্রেণ নৃত্যন্তং তালশিঞ্জিতৈঃ।
গোপীভিঃ সহ গায়ন্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥
রাসমণ্ডল-মধ্যস্থং প্রফুল্ল-বদনাম্বুজম্।
অনন্যহৃদয়াসক্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৬ ॥

এইরূপে মাধবের সঙ্গমে মনঃসাধ পূর্ণ করিয়া শ্রীরাধা শোভা পাইতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর সুশোভন, তিনি কিশোর কান্তের অনুরূপিণী ॥ ৪০ ॥

কিশোরী কৃষ্ণপ্রিয়া ভাবময়ী তাঁহার শরীর কাঞ্চন এবং চম্পকের ন্যায় গৌববর্ণ। এইরূপে রাধামাধব রাসমণ্ডল শোভা করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

রাধিকা রাধিকানাথের মুখচুম্বন এবং রাধানাথ রাধিকাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, মাধবের উদ্দেশে মাধব-মোহিনী সঙ্গীতালাপ করিতেছেন ॥৪২॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসংবর্দ্ধিনী শ্রীরাধা কল্পিত মণ্ডলমধ্যে শোভা পাইতেছেন, তাঁহারা উভয়ে উভয়ের অন্তরঙ্গ হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই রাধিকা রাধিকা, মাধব মাধব বিরাজিত ॥ ৪৩ ॥

যাহা হউক, আমি রাসলীলাবিস্তারক বংশীবাদক রতিকামতুল্য শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৪৪ ॥

যিনি রাসচক্রে ভ্রাম্যমাণ,যিনি তালে তালে নৃত্যকারী,গোপীগণ সমভিব্যাহারে যিনি সঙ্গীতালাপে উন্মত্ত, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥৪৫॥

যিনি রাসমণ্ডলমধ্যগত, যাঁহার বদনকমল প্রফুল্ল, যিনি পরস্পরের প্রতি তুল্যভাবে সমাসক্ত, সেই রাধাকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৬ ॥

বিদ্যুদ্‌গৌরং ঘনশ্যামং প্রেমালিঙ্গন-তৎপরম্ ।
পরস্পরকমর্দ্ধাঙ্গং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৭ ॥
রাধিকারূপিণং কৃষ্ণং রাধিকাং কৃষ্ণরূপিণীম্ ।
রাসযোগানুসারেণ রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥
পুষ্পিতে মাধবীকুঞ্জে পুষ্পতল্পোপরি স্থিতম্ ।
বিপরীতরতাসক্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৪৯ ॥
রাসক্রীড়াপরিশ্রান্তং মধুপান-পরায়ণম্ ।
তাম্বূলপূর্ণবক্ত্রেন্দুং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥ ৫০ ॥
রাসোল্লাসকলাপূর্ণং গোপীমণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
শ্রীমাধবং রাধিকাখ্যং পূর্ণচন্দ্রমুপাস্মহে ॥ ৫১ ॥
চতুর্ব্বর্গফলং ত্যক্ত্বা শ্রীবৃন্দাবনমধ্যগঃ ।
শ্রীরাধা-শ্রীপাদপদ্মং প্রার্থয়ে জন্মজন্মনি ॥ ৫২ ॥
রাধাকৃষ্ণ-সুধাসিন্ধু-রাসগঙ্গাঙ্গসঙ্গমে ।
অবগাহ্য মনোহংসো বিহরেচ্চ যথাসুখম্ ॥ ৫৩ ॥

যাঁহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায়, যিনি নিবিড় শ্যামবর্ণ, যিনি প্রেমালাপে উন্মত্তপ্রায়, যাঁহারা অর্দ্ধাঙ্গরূপে সমুদিত, সেই রাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৪৭ ॥

রাসযোগে রাধিকা কৃষ্ণরূপিণী এবং কৃষ্ণ রাধারূপী, আমি সেই রাধা-কৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৪৮ ॥

পুষ্পিত মাধবীকুঞ্জে পুষ্পতল্পস্থিত পরস্পর বিপরীত সুরতপরায়ণ সেই রাধাকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৯ ॥

যাঁহারা রাসক্রিয়া সমাধা করিয়া মধুপানে মত্ত ও তাম্বূলরাগে রঞ্জিতমুখ হইয়াছেন, আমি সেই রাধাকৃষ্ণকে ভজনা করি ॥ ৫০ ॥

যাহারা রাসোল্লাসে প্রফুল্লচিত্ত, যাঁহারা গোপীমণ্ডলের মধ্যগত, আমি সেই পূর্ণচন্দ্র রাধাকুমুদচন্দ্র ও রাধিকাকে আরাধনা করি ॥ ৫১ ॥

আমি চতুর্ব্বর্গ ফল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরাধার শ্রীপাদপদ্ম জন্মজন্মান্তরে প্রার্থনা করি ॥ ৫২ ॥

আমার প্রার্থনা, যেন রাধাকৃষ্ণের রাস-গঙ্গা-সঙ্গমে অবগাহন পূর্ব্বক মানসরাজহংস সুখে সন্তরণ করে ॥ ৫৩ ॥

রাসগীতাং পঠেৎ যস্তু শৃণুয়াৎ বাপি যো নরঃ।
বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ॥ ৫৪ ॥
লক্ষ্মীস্তস্য বসেদ্‌গেহে মুখে ভাতি সরস্বতী।
ধর্ম্মার্থকামকৈবল্যং লভতে সত্যমেব সঃ ॥ ৫৫ ॥

সমাপ্তেয়ং রাসগীতা ॥

যে ব্যক্তি রাসগীতা পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং প্রেমলক্ষণা ভক্তি তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হয় ॥ ৫৪ ॥

অধিক কি বলিব, তাহার গৃহে লক্ষ্মী এবং মুখে সরস্বতী আবির্ভূত হন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও কৈবল্যবিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

রাসগীতা সমাপ্ত।